বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **ডা. দীপু মনি এম.পি.**
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা : **মো: মাহবুব হোসেন**
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **নাসরীন আফরোজ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ : **জান্নাতুল ফেরদৌস**
উপ-পরিচালক (উপসচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রেজওয়ানা আক্তার জাহান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

যাদব সরকার
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মো: আব্দুাহ আল মামুন
প্রোগ্রামার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সৌজন্যে : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ

মুদ্রণ : সিলভান প্রিন্টিং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন পিতা-মাতা ও অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ট্রাস্ট আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে জি.ও.বি. থেকে সিডমানি হিসেবে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ টাকা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. হিসাবে রাখা আছে। উক্ত সিডমানির লভ্যাংশে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে এ উপবৃত্তি কার্যক্রমে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ট্রাস্ট থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সর্বমোট ২,৬০,০৭০ জন (ছাত্রী ১,৯০,২৪৩ জন ও ছাত্র ৬৯,৮২৭ জন) ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০ (একশত সাইত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ চুরাশি হাজার চল্লিশ) টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বিতরণ করা হয়।

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি নীতিমালার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫,০০০.০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০.০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে ১০,০০০.০০ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১০,০০০.০০ থেকে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ট্রাস্ট থেকে প্রতিবছর উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ এম.ফিল. পর্যায়ে প্রতিমাসে ১০,০০০.০০ টাকা এবং পিএইচ.ডি. পর্যায়ে প্রতিমাসে ১৫,০০০.০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়, নারীশিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার লক্ষ্যে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি প্রতিবছর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পরিচিতি সম্পর্কিত ইৎড়পযঁৎব, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তর, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় ও ত্রুটিমুক্ত করতে সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল। তথাপি যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি। এ প্রতিবেদনটি প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(নাসরীন আফরোজ)

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি	
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	
উপদেষ্টা পরিষদ	
ট্রাস্টি বোর্ড	
উপদেষ্টা পরিষদ এর সভা	
ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা	
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলি	
অনুমোদিত জনবল ও পদায়ন	
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তাগণ	
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মচারীগণ	
উপবৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য কার্যক্রম	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন	
উপবৃত্তি বিতরণ	
আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান	
দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেও এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান	
এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	
কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন	
৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ	
জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন	
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন	
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিল	
এফ.ডি.আর. সমূহ	
স্থায়ী তহবিলের বিবরণ	
ট্রাস্টের মোটস্থিতি	
উপবৃত্তি বাবদ খরচ	
স্থায়ী তহবিল এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব	
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্তি ও খরচ	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	
কর্মশালা আয়োজন ও সচিত্র প্রতিবেদন	
স্থিরচিত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশনা	

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ খ্রি. তারিখে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭ আগস্ট ২০১০ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯ আগস্ট ২০১০ খ্রি. তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে (০৫) পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ জানুয়ারি ২০১১ খ্রি. তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ০৬ মার্চ ২০১১ খ্রি: তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করে জঁষবং ড়ভ ইঁংরহবংং, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১ বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ ২০১২ খ্রি. তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২ পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ ২০১২ খ্রি. তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং একই তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ট্রাস্ট আইনের ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি 'ট্রাস্ট' স্থাপন করা হয়। এ আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৫ (পচিঁশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি এবং ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সদস্য সচিব।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান।

ক্রম:	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান
২.	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৩.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৪.	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৫.	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য

ট্রাস্টি বোর্ড

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি।

ক্রম:	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সহ-সভাপতি
৩.	মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৪.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৫.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৬.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	সচিব, অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
১০.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
১১.	সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
১২.	প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৩.	প্রফেসর মো: নোমান উর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, রমনা, ঢাকা	সদস্য
১৭.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফ.বি.সি.সি.আই), মতিঝিল, ঢাকা	সদস্য
১৮.	সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বি.এ.বি.), গুলশান, ঢাকা	সদস্য
১৯.	অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা	সদস্য
২০.	অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
২১.	অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট	সদস্য
২২.	অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, বেইলী রোড, ঢাকা	সদস্য
২৩.	অধ্যক্ষ, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম	সদস্য
২৪.	অধ্যক্ষ, ভাগনাহাতি কামিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য
২৫.	প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা	সদস্য
২৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য সচিব

উপদেষ্টা পরিষদ এর সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদ এর অনুষ্ঠিত সভাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

সভাসমূহ	সভাপতি	সভার তারিখ	সভার স্থান
প্রথম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা	১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
দ্বিতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা	০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তৃতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা	২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
চতুর্থ সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা	২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পঞ্চম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদ এর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা	২৩ মে ২০১৮ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২৩ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ এর পঞ্চম সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়]

ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সদস্য-সচিব। ২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্রাস্টি বোর্ড এর যে সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা	সভাপতি	সভার তারিখ	সভার স্থান
প্রথম সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	০২ মে ২০১৩ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
দ্বিতীয় সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	১১ জুন ২০১৪ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
তৃতীয় সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	১২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
চতুর্থ সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	১২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
পঞ্চম সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ষষ্ঠ সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	০৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
সপ্তম সভা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এম.পি.	১৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অস্টম সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
নবম সভা	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি ডা. দীপু মনি এম.পি.	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

[মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি এম.পি'র সভাপতিত্বে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষে ট্রাস্টি বোড এর নবম সভা অনুষ্ঠিত হয়]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১. ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;
২. ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;
৩. প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ;
৪. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;
৫. ট্রাস্ট এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;
৬. ট্রাস্ট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. ট্রাস্ট এর অধীন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদে ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;
৯. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;
১০. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ; এবং
১১. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল.ও পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

অনুমোদিত জনবল ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর জন্য প্রথম শ্রেণির ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ০১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি ও চতুর্থ শ্রেণির ০৯টি পদসহ সর্বমোট অনুমোদিত পদ রয়েছে ৩২টি। যথাযথ 'নিয়োগ কমিটি' এবং 'আউট সোর্সিং' এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্যপদের সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	০১	০০
পরিচালক	০১	০০	০১
উপ-পরিচালক	০১	০১	০০
সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০
প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০০
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৪	০৪	০০
ব্যক্তিগত সহকারী	০২	০২	০০
হিসাব রক্ষক	০১	০০	০১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪	০৪	০০
ড্রাইভার (গাড়ী চালক)	০২	০১	০১
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	০৭	০৫	০২
গার্ড	০১	০১	০
সুইপার (ক্লিনার)	০১	০১	০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**২৭**	**০৫**

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

কর্মকর্তাদের নাম	পদবি	কার্যকাল	টেলিফোন/সেল/ই-মেইল
নাসরীন আফরোজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০৫ নভেম্বর ২০১৯ থেকে বর্তমান	৫৫০০০৪২৩ (অ), ৮১৯১০১৯ (ফ্যাক্স) ০১৭১১৬১৪২৪৫ md@pmeat.gov.bd
জনাব	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	পদশূন্য	৫৫০০০৪২৬ (অ), ৯১২৪৫৫৫ (বা) director@pmeat.gov.bd
জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	উপ-পরিচালক (উপসচিব)	২৩ মে ২০১৯ থেকে বর্তমান	৫৫০০০৪২৫(অ) ০১৮১৭০২৮২৪৪ dd@pmeat.gov.bd
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ	সহকারী পরিচালক; উপবৃত্তি (সহযোগী অধ্যাপক)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে বর্তমান	৫৫০০০৪২৮ (অ) ০১৭১৫১১৩২৫৮ ad.stipend@pmeat.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ	সহকারী পরিচালক; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (সহযোগী অধ্যাপক)	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে বর্তমান	৯১২২৫২৪ (অ); ৯৩৫৪৯৮৫ (বা) ০১৭১১১৪৮৫৮৮ ad.planing@pmeat.gov.bd
জনাব রেজওয়ানা আক্তার জাহান	সহকারী পরিচালক; প্রশাসন (সহকারী অধ্যাপক)	৮ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে বর্তমান	৫৫০০০৪২৭ (অ)০১৭১১৭৮২৬২২ ad.admin@pmeat.gov.bd
জনাব যাদব সরকার	সহকারী পরিচালক; অর্থ ও হিসাব (সি. স. সচিব)	---------- থেকে বর্তমান	৯১২২৫৭৩২ (অ); ০১৭১৬৭০৯৩১৮ ad.finance@pmeat.gov.bd
জনাব মো: আবদুল্লাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	১৮ জুন ২০১৯ থেকে বর্তমান	০১৭২৪৫৯৬৬৭৬ programer@pmeat.gov.bd
জনাব অসীম কুমার পাল	সহকারী প্রোগ্রামার	১৬ জুলাই ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৭২৪৫৯৬৬৭৬ ap@pmeat.gov.bd
জনাব উল্লাস চৌধুরী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৬ জুন ২০১৯ থেকে বর্তমান	০১৬৭৩২৬৫১৯৯ ullaschy.du@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মচারীগণ

কর্মচারীদের নাম	পদবি	কার্যকাল	টেলিফোন/সেল/ইমেইল
জনাব সাইফুজ্জামান	ব্যক্তিগত সহকারী	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৯১৩৫৪৯৫৫৬ Saifuz_zaman@hotmail.com
জনাব মো: মারুফ হোসেন	ব্যক্তিগত সহকারী	৫ মে ২০১৯ থেকে বর্তমান	০১৭৪১৫৫৪০৮৯ mdmaruf606@gmail.com
জনাব মো: মাহাতাব উদ্দিন	অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৭১৮৯৯৩৫৩৫ mahatabuddin51@gmail.com
জনাব মো: আসাদুল হাবিব	অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৭১৪২৯৩১৯৭ habibraha80@gmail.com
জনাব আবুল খায়ের	অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক	১১ জুন ২০১৯ থেকে বর্তমান	০১৭৫৮৯৫৬২১৮ abulkhayer922@gmail.com
জনাব সুরভী ইসলাম	অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক	০১ আগস্ট ২০১৭ থেকে বর্তমান	০১৯৩৬৯৫০১৩২ suraviislampoly@gmail.com
জনাব সওকত হোসেন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৫ মে ২০১৯ থেকে বর্তমান	০১৭৮১২১১২০২ shsawkat009@gmail.com
জনাব আলেয়া আক্তার	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৯৫৩২৩০৭৯০ sstani1993@gmail.com
জনাব আবুবকর সিদ্দিক	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৭৩১২৫৭১৪০ ahmadrussel67@gmail.com
জনাব মো: আইয়ুব হোসেন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১ আগস্ট ২০১৭ থেকে বর্তমান	০১৯১৩৭২৮৬৬০ ayubtota@gmail.com
জনাব মো: মিজানুর রহমান	গাড়িচালক	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বর্তমান	০১৭৩৪৬২১২৪২
জনাব মো: ইমরান হোসেন	গাড়িচালক	১১ জুলাই ২০১৮ থেকে বর্তমান	০১৬১১৭৩৩৫৫৫
জনাব মো: আসলাম	গাড়িচালক	১১ জুলাই ২০১৮ থেকে বর্তমান	০১৬৩৫৪০৪৯১২

উপবৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য কার্যক্রম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপবৃত্তি, আর্থিক সহায়তা ও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তার, উপবৃত্তি বিষয়ক সচেতনতামূলক র্কমশালা এবং বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে, যা শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মাঝে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীকে সরাসারি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

উপবৃত্তি বিতরণ

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মাঝে মোট ৭২,৯৫,৩২,২০০.০০ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩০ জুন, ২০১৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীর মাঝে সরাসারি উপবৃত্তি অর্থ বিতরণ করেন।

[৩০ জুন ২০১৩ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন]

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১৪,৬৭৭ (চৌদ্দ হাজার ছয়শত সাতাত্তর) জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত দুই) জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ১,৬৩,০৭৯ (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার উনাশি) জন স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ (দশ) জন ছাত্র-ছাত্রী-কে সরাসরি উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

[২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা]

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সর্বমোট ২,০৮,৮৮৬ জন (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.]

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ জন (ছাত্রী ১,৮৬,৭১৪ জন ও ছাত্র ৬১,১১৯ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ (একশত চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

[১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. তারিখে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.]

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৬০,০৭০ জন (ছাত্রী ১,৯০,২৪৩ জন ও ছাত্র ৬৯,৮২৭ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি বাবদ ১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০ (একশত সাতত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ চুরাশি হাজার চল্লিশ) টাকা বিতরণ করা হয়। ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

[০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন]

আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫,০০০.০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০.০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০.০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিতরণকৃত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	আর্থিক সহায়তা (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
	মাধ্যমিক	৭০ জন	১,৪০,০০০.০০	২,৪১,০০০.০০
২০১৪-২০১৫	উচ্চ মাধ্যমিক	২২ জন	৬৬,০০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৭ জন	৩৫,০০০.০০	
	মাধ্যমিক	৪৩ জন	৮৬.০০০.০০	২,২৭,০০০.০০
২০১৫-২০১৬	উচ্চ মাধ্যমিক	২৭ জন	৮১,০০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	১২ জন	৬০,০০০.০০	
	মাধ্যমিক	১০২ জন	২,০৪,০০০.০০	৩,৫৮,০০০.০০
২০১৬-২০১৭	উচ্চ মাধ্যমিক	৩৮ জন	১,১৪,০০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৮ জন	৪০,০০০.০০	
	মাধ্যমিক	১৩৪ জন	১৬৮,০০০.০০	৪,৫৭,০০০.০০
২০১৭-২০১৮	উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩ জন	১,৫৯,০০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৬ জন	৩০,০০০.০০	
২০১৮-২০১৯	মাধ্যমিক	৮৬ জন	২,৯৮,০০০.০০	৫,৩৭,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৪৩ জন	১,৫৪,০০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	১০ জন	৮৫,০০০.০০	
	সর্বমোট:	৬৬১ জন	১৮,২০,০০০.০০	১৮,২০,০০০.০০

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালার আলোকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১০,০০০.০০ টাকা থেকে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবে প্রদানকৃত অর্থের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	আর্থিক সহায়তা (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
২০১৪-২০১৫	মাধ্যমিক	০৬ জন	৯৫,০০০.০০	৯৫,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
২০১৫-২০১৬	মাধ্যমিক	০৪ জন	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
২০১৬-২০১৭	মাধ্যমিক	০৬ জন	১,২০,০০০.০০	১,৪৫,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২৫,০০০.০০	

২০১৭-২০১৮	মাধ্যমিক	০১ জন	২৫,০০০.০০	৪৫,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২০,০০০.০০	
২০১৮-২০১৯	মাধ্যমিক	--	--	১০,০০০.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	--	--	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	১০,০০০.০০	
সর্বমোট:		২০ জন	৩,৬৫,০০০.০০	৩,৬৫,০০০.০০

এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা নিয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান তহবিল' নামে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে উচ্চ শিক্ষায় গবেষকদের উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে এম.ফিল. কোর্সে মাসিক ১০,০০০.০০ টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে মাসিক ১৫,০০০.০০ টাকা করে গবেষক প্রতি ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সাল	গবেষণার পর্যায়	সময়	গবেষকের সংখ্যা
২০১৮	এম.ফিল. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি	দু'বছর	০১ জন
	পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি	তিন বছর	০০ জন
২০১৯	এম.ফিল. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি	দু'বছর	০৯ জন
	পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি	তিন বছর	০৭ জন
		সর্বমোট:	১৬ জন

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর উদ্যোগে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক ১০ টি কর্মশালা জেলা পর্যায়ে এবং 'উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক ০৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

ক) 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক জেলা পর্যায়ে ১০ টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপ:

[২৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের কর্মশালা: ২০১৮-২০১৯

১০ (দশ)টি জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিস্তারিত আনুমানিক ব্যয় বিবরণী:

(ক) অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচাবলী				(খ) অতিথিদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচাবলী			(গ) অন্যান্য খরচাবলী			
অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	একক সম্মানী	সম্মানী (টাকা)	অতিথি	সংখ্যা	সম্মানী (টাকা)	খরচের খাত	সংখ্যা	একক খরচ	মোট খরচ
জেলা শিক্ষা অফিসার	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	প্রধান অতিথি	০১ জন	৪০০০/-	সকালের নাস্তা	৫০ জন	১০০/-	৫০০০/-
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	বিশেষ অতিথি	০২ জন	৬০০০/-	দুপুরের খাবার	৫০ জন	৩০০/-	১৫০০০/-
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৩ জন	১০০০/-	৩০০০/-	সভাপতি	০১ জন	৩০০০/-	বিকালের নাস্তা	৫০ জন	৫০/-	২৫০০/-
উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	রির্সোস পারসন	০৩ জন	৭৫০০/-	কলম, প্যাড ও ব্যাগ	৫০ জন	২০০/-	১০০০০/-
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	র‍্যাপোটিয়ার	০১ জন	১০০০/-	ব্যানার/ফেস্টুন	-	-	২০০০/-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০৩ জন	১০০০/-	৩০০০/-	সাপোর্ট সার্ভিস	০১ জন	৫০০/-	মাইক/ মাইক্রোফোন	-	-	১৫০০/-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০৩ জন	১০০০/-	৩০০০/-				বিবিধ	-	-	১০০০/-
প্রতিষ্ঠান প্রধান: [স্কুল ০৬, কলেজ ০৬ ও মাদ্রসা পর্যায়ে ০৩ জন]	১৫ জন	১০০০/-	১৫০০০/-	-	-	-	-	-	-	-
এনজিও কর্মকর্তা ০২ জন ও সাংবাদিক ০৩ জন	০৫ জন	১০০০/-	৫০০০/-	-	-	-	-	-	-	-
শিক্ষার্থী: [স্কুল ০৩, কলেজ ০৩ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ০২জন]	০৮ জন	১০০০/-	৮০০০/-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	৪১ জন		৪১,০০০/-	মোট :	০৯ জন	২২,০০০/	মোট :			৩৭,০০০

(ক) অংশগ্রহনকারীদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচ	: ৪১,০০০/-
(খ) অতিথিদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচ	: ২২,০০০/-
(গ) অন্যান্য খরচ	: ৩৭,০০০/-
সর্বমোট খরচ (এক লক্ষ) টাকা	: ১,০০,০০০/-

রির্সোস পারসন : ০৩ (তিন) জন

১ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
১ জন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১ জন এনজিও কর্মকর্তা

'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করনীয়' শীর্ষক কর্মশালা যে ১০ (দশ)টি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে, তা নিম্নরূপ:									মন্তব্য
ক্রম:	চট্রগ্রাম বিভাগ [০২টি জেলা]	ঢাকা বিভাগ [০১টি জেলা]	খুলনা বিভাগ [০১টি জেলা]	রাজশাহী বিভাগ [০১টি জেলা]	বরিশাল বিভাগ [০১টি জেলা]	রংপুর বিভাগ [০২টি জেলা]	সিলেট বিভাগ [০১টি জেলা]	ময়মনসিংহ বিভাগ [০১টি জেলা]	০৮ বিভাগ
১।	১। চাঁদপুর ২। রাঙ্গামাটি	১। গোপালগঞ্জ	১। বাগেরহাট	১। নওগাঁ	১। পটুয়াখালী	১। দিনাজপুর ২। ঠাকুরগাঁও	১। মৌলভীবাজার	১। নেত্রকোনা	১০ জেলা

খ) 'উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক বিভাগীয় শহরে ০৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপ:

(ক) অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচাবলী				(খ) অতিথিদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচাবলী			(গ) অন্যান্য খরচাবলী			
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	একক সম্মানী	সম্মানী (টাকা)	অতিথি	সংখ্যা	সম্মানী (টাকা)	খরচের খাত	সংখ্যা	একক খরচ	মোট খরচ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	প্রধান অতিথি	০১ জন	৫০০০/-	সকালের নাস্তা	৬০ জন	৪০/-	২৪০০/-
				সভাপতি/মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	০১ জন	৩৫০০/-	দুপুরের খাবার	৬০ জন	৫০০/-	৩০,০০০/
জেলা শিক্ষা অফিসার	০১ জন	১০০০/-	১০০০/-	প্রশিক্ষণ কর্মশালা সঞ্চালক	০১ জন	৩০০০/-	বিকালের নাস্তা	৬০ জন	৪০/-	২৪০০/-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১০ জন	১০০০/-	১০,০০০/-	প্রশিক্ষণ কর্মশালা'র আলোচক	০২ জন	৫০০০/-	**প্রশিক্ষণ কিটস [কলম, নোটপ্যাড ও ব্যাগ]***	**৫০ জন**	**৫০০/-**	**২৫,০০০/-**
প্রতিষ্ঠান প্রধান (সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে) [কলেজ পর্যায়ে১৫ জন] [মাদরাসা পর্যায়ে (ফাজিল) ০৪ জন] [মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪ জন]	২৩ জন	১০০০/-	২৩,০০০/-	র‍্যাপোটিয়ার	০২ জন	৩০০০/-	ব্যানার, ফেস্টুন ও ফুল	-	-	১৭০০/-
				সহায়ক কর্মচারী	০১ জন	১০০০/-	বিবিধ	-	-	১০০০/-
ডিগ্রী ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী	০৩ জন	১০০০/-	৩০০০/-							
সাংবাদিক [ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ০২ জন ও প্রিন্টিং মিডিয়ার ০২ জন]	০৪ জন	১০০০/-	৪০০০/-							
মোট :	**৪২ জন**		**৪২,০০০/-**	**মোট :**	**০৮ জন**	**২০,৫০০/-**			**মোট :**	**৬২,৫০০/-**
সর্বমোট অংশগ্রহণকারী: [প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৪২ জন+অতিথি ০৮ জন+ড্রাইভার ও সার্পোট স্টাফ ১০ জন=৬০ জন]										

খরচের খাত:

(ক) অংশগ্রহনকারীদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচ : ৪২,০০০/-

(খ) অতিথিদের সম্মানী সংক্রান্ত খরচ: ২০,৫০০/-

(গ) অন্যান্য খরচ : ৬২,৫০০/-

খরচ (এক লক্ষ পচিঁশ হাজার) টাকা : ১,২৫,০০০/-

*[প্রশিক্ষণ কিটস (কলম, নোটপ্যাড ও ব্যাগ) ট্রাস্ট অফিস থেকে সরবরাহ করা হবে।]

বিভাগীয় শহরের নাম: রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশনা:

১.	প্রধান অতিথি	: সি.সচিব/সচিব/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক (মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্ট)।
২.	সভাপতি/মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	: জেলা প্রশাসক।
৩.	প্রশিক্ষণ কর্মশালা সঞ্চালক	: পরিচালক(আঞ্চলিক)/ উপ-পরিচালক (আঞ্চলিক)/উপ-পরিচালক (ট্রাস্ট)।
৪.	প্রশিক্ষণ কর্মশালা'র আলোচক	: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ০২ জন।
৫.	র‍্যাপোটিয়ার	: ট্রাস্ট থেকে ০১ জন ও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ০১ জন।
৬.	সহায়ক কর্মচারী	: জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ০১ জন।

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে 'উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ০৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।]

গ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র:	প্রশিক্ষণের সময়সূচি	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী
১.	১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.	ই-ফাইলিং (ই-নথি) সিস্টেমের উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৩ জন
২.	০২ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	২২ জন
৩.	২১ মার্চ ২০১৯ খ্রি.	অফিস ব্যবস্থাপনা (সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪) শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৩ জন
৪.	২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১০ জন
৫.	১৮ ও ১৯ মে ২০১৯ খ্রি.	অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	২০ জন
৬.	২০ জুন ২০১৯ খ্রি.	এসডিজি বিষয়ে অবহিত করণের লক্ষ্যে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণআয়োজন	১৩ জন

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ০৩ দিনব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন]

ঘ) অভ্যন্তরীণ কর্মশালা আয়োজন:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যে কর্মশালা আয়োজন করা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র:	কর্মশালার সময়সূচি	কর্মশালার বিষয়	অংশগ্রহণকারী
১.	১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	ই-স্টাইপেন্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন	৩০ জন
২.	২৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	নাগরিক সেবা উদ্ভাবন বিষয়ক ক্যাসকেডিং দিনব্যাপী কর্মশালা	২১ জন
৩.	২৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	ট্রাস্টের সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	১৬ জন
৪.	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	ই-স্টাইপেন্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনসেপশন রিপোর্ট পর্যালোচনা সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন	৪০ জন
৫.	০৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	১৬ জন
৬.	১৬ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	১২ জন
৭.	১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.	ই-স্টাইপেন্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নে আয়োজিত System Repuirements Specifications Report পর্যালোচনা সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা	১৪ জন
৮.	০৫ মে ২০১৯ খ্রি.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	১৫ জন

[০৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস।]

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ:

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ (ব্র্যান্ডিং) এর মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। এর প্রধান কাজ হচ্ছে উপবৃত্তি বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাসসহ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ। ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় প্রচার ও প্রদর্শনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রচারমূলক পোস্টার ও ডিভিডি প্রকাশ করে তা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়।

[৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্টলের খন্ডচিত্র।]

[৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্টলের খন্ডচিত্র।]

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৭.৩০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অত:পর সকাল ৯.৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা ও মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

[জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্প।]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯ তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৭.৩০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিল

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিল হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার বিপরীতে বর্তমানে বিভিন্ন সরকা-রি-বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. হিসেবে জমা আছে ১১১৭,০০,০০,০০০.০০ (এক হাজার একশত সতের কোটি) টাকা।

এফ.ডি.আর.সমূহ (F.D.R.)

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নামে বর্তমানে সরকারি তফসিলি ও বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকে যে সমস্ত এফ.ডি.আর. আছে, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারি তফসিলি ব্যাংকের এফ.ডি.আর. এর হিসাব:

ক্র:	ব্যাংকের নাম, শাখা ও ঠিকানা	এফ.ডি.আর. ইস্যু/ নবায়নের তারিখ	লভ্যাংশের হার	এফ.ডি.আর. নম্বর ও পরিপক্কের তারিখ	এফ.ডি.আর.কৃত টাকার পরিমাণ	লভ্যাংশের পরিমাণ
১.	**বেসিক ব্যাংক লিমিটেড** শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/০৭/২০১৯=১২ মাস	৬.৫০%	০৯১৮-০১-০০১৫২১৯ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা	৯,৭৪,৫০,০০০/-
২.	**বেসিক ব্যাংক লিমিটেড** শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/০৭/২০১৯=১২ মাস	৬.৫০%	০৯১৮-০১-০০১৫২০৩ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা	১২,৯৯,৫০,০০০/-
৩.	**বেসিক ব্যাংক লিমিটেড** গুলশান শাখা, ঢাকা	৩১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/০৭/২০১৯=১২ মাস	৬.৬০%	২১১৮-০১-০০০৯৮৬৫/২০১৮ তাং ৩১/০৭/২০১৯	১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা	৬,৫৯,৫০,০০০/-
৪.	**রূপালী ব্যাংক লিমিটেড** বি.বি. এভিনিউ শাখা, ঢাকা	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/০৭/২০১৯=১২ মাস	৬.৪০%	৪৭৩২২১/৪৭/০৫ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা	১২,৮০,০০,০০০/-
৫.	**রূপালী ব্যাংক লিমিটেড** বি.বি. এভিনিউ শাখা, ঢাকা	১৮/০২/২০১৮ থেকে ১৮/০২/২০১৯=১২ মাস	৬.২০%	৪৭৩২১৮/৪৭/০২ ১৮/০২/২০২০ খ্রি.	২২.০০ (বাইশ) কোটি টাকা	১,৩৬,৪০,০০০/-
				সর্বমোট: ছয়শত বাহাত্তর কোটি টাকা মাত্র	৬৭২.০০ কোটি টাকা	৪৩,৪৯,৯০,০০০/-

খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকের এফ.ডি.আর. এর হিসাব:

ক্র.	ব্যাংকের নাম, শাখা ও ঠিকানা	এফ.ডি.আর. ইস্যু/ নবায়নের তারিখ	লভ্যাংশের হার	এফ.ডি.আর. নম্বর ও পরিপক্কের তারিখ	এফ.ডি.আর.কৃত টাকার পরিমাণ	লভ্যাংশের পরিমাণ
১.	**The Premier Bank Ltd** Gulshan Branch, 78, Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/৭/২০১৯=১২ মাস	৮.০০%	০২৭৭২৬৭ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা	৩,৯৯,৫০,০০০/-
২.	**The Premier Bank Limited** Gulshan Branch, 78, Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka	৩১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/৭/২০১৯=১২ মাস	৮.৩০%	১০২-২৪৬০০০৩৮৭৮২ ৩১/০৭/২০১৯ খ্রি.	৭০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা	৫,৮০,৫০,০০০/-
৩.	**NRB Global Bank Ltd** Gulshan Corporate Branch, Saiham Tower, House: 34, Road: 136, Block: SE (C-1), Gulshan Model Town, Dhaka	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/৭/২০১৯=১২ মাস	৮.০৫%	০৫০৫৮০৭/ ০১২৪৪০০২৬৫০২৩ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা	১২,০৭,০০,০০০/-
৪.	**SBAC Bank Limited** Head Office, BSC Tower, 2&3 Rajuk Avenue Motijheel, Dhaka	১২/০৭/২০১৮ থেকে ১২/৭/২০১৯=১২ মাস	৮.০০%	০০৫৩৭৬৯/ ০০০২২৪৪০০৫৬২৩ ১২/০৭/২০১৯ খ্রি.	১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা	৭,৯৯,৫০,০০০/-
৫.	**মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড** দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১২/০৬/২০১৮ থেকে ১২/০৬/২০১৯=১২মাস	৯.০০%	০০১৯৭৩৮ ১২/০৬/২০১৯ খ্রি.	৭০.০০ (সত্তর) কোটি টাকা	৬,২৯,৭৫,০০০/-
৬.	**The Premier Bank Limited** Gulshan Branch, 78, Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka	০৯/০৮/২০১৮ থেকে ৯/৮/২০১৯=১২ মাস	৮.৩০%	০১০২২৪৬০০০৩৮৭৯১ ০৯/৮/২০১৮ খ্রি.	৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা [এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিলের]	
				সর্বমোট: চারশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা মাত্র	৪৪৫.০০ কোটি টাকা	৩৬,১৬,২৫,০০০/-
				সর্বমোট সরকারি ও বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকে (৬৭২.০০+৪৪৫.০০) =	১১১৭.০০ কোটি টাকা	৭৯,৬৬,১৫,০০০/-

স্থায়ী তহবিলের বিবরণ

২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের নামে এফ.ডি.আর. এর বিপরীতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ি হিসাব থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বিবরণ	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ
২০১২-২০১৩	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	১০৪.১৬ কোটি টাকা
২০১৩-২০১৪	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	২৩.১২ কোটি টাকা
২০১৪-২০১৫	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	১২৯.৯৭ কোটি টাকা
২০১৫-২০১৬	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	১১৭.৩৮ কোটি টাকা
২০১৬-২০১৭	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	৮৯.৬৩ কোটি টাকা
২০১৭-২০১৮	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	৬৪.৭১ কোটি টাকা
২০১৮-২০১৯	এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ	৭৯.৬৬ কোটি টাকা

ট্রাস্টের মোট স্থিতি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নামে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেসক্লাব শাখা, ঢাকায় সঞ্চয়ি হিসাব নম্বর ০২০০০০১৫৫৬৭১৬টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মহোদয়ের স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. হিসেবে জমা আছে ১১১৭.০০ (এক হাজার একশত সতের কোটি) টাকা। ব্যাংকের সঞ্চয়ি হিসাবে সঞ্চিত আছে ১৫৫,৩১,২৬,৪৭৪.০০ (একশত পঞ্চান্ন কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত চুয়াত্তর) টাকা। বর্ণিত অবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর. এবং ব্যাংকের সঞ্চয়ি হিসাবে সঞ্চিত মোটস্থিতির পরিমাণ ১২৭৭,৩১,২৬,৪৭৪.০০ (এক হাজার দুইশত সাতাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত চুয়াত্তর) টাকা।

উপবৃত্তি বাবদ খরচ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:

ক) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০.০০)	২৪০০.০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০.০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০.০০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:	**৪৯০০.০০ টাকা**

খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০.০০)	২৪০০.০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০.০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০.০০ টাকা
৪.	টিউশন ফি বাবদ (১২X মাসিক ৬০.০০)	৭২০.০০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণ:	**৫৬২০.০০ টাকা**

২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্রাস্ট থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ বিতরণকৃত অর্থের হিসাব নিম্নরূপ:

উপবৃত্তি বিতরণের বছর	শিক্ষাবর্ষ	অর্থবছর	উপবৃত্তি বাবদ খরচ/ব্যয়
২০১৩	২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	৭২,৯৫,৩২,২০০.০০ টাকা
২০১৫	২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩	২০১৪-২০১৫	৯১,৬৫,০৩,৯৮০.০০ টাকা
২০১৬	২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪	২০১৫-২০১৬	১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০ টাকা
২০১৭	২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫	২০১৬-২০১৭	১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ টাকা
২০১৮	২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬	২০১৭-২০১৮	১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০ টাকা
সর্বমোট	২০১২-২০১৩ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত		৫৫০,০৬,৮৬,৭৬০.০০ টাকা

স্থায়ী তহবিল এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব

অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিডমানি হিসাবে প্রাপ্ত ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার এফ.ডি.আর. এর বিপরীতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ, বিভিন্ন সময়ে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এবং সঞ্চয়ি হিসাবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি প্রদান, কর্মশালা আয়োজন, আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান এবং বিবিধ খাতে ব্যয়কৃত টাকার হিসাব নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও আর্থিক অনুদান (টাকায়)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ (উপবৃত্তি, কর্মশালা, সহায়তা, অনুদান ও বিবিধ)	উদ্বৃত্ত (এফ.ডি.আর. হিসেবে জমা আছে)
২০১২-২০১৩	১০৪,১৬,৬৬,৬৬৬.৩২	৭২,৯৫,৩২,২০০.০০	৩১,২১,৩৪,৪৬৬.৩২
২০১৩-২০১৪	২৩,১২,৫৭,৬২১.২৩	০০.০০	২৩,১২,৫৭,৬২০.২৩
২০১৪-২০১৫	১২৯,৯৮,৪২,৪৬৯.৫৩	৯২,০৯,৫৩,৯৮০.০০	৩৭,৮৮,৮৮,৪৮৯.৫৩
২০১৫-২০১৬	১১৭,৩৮,৮৪,৯৫৩.৭৬	১১৩,৯৬,১১,০৬০.০০	৩,৪২,৭৩,৮৯৩.৭৬
২০১৬-২০১৭	১৭০,১৭,৭৮,২০৫.৯৩	১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০.০০	৩৫,৯৩,০২,৭৪৫.৯৩
২০১৭-২০১৮	৯৩,৭৩,২২.১৭৪.৫২	১,০৯,৪১,০৬৮.০০	৯২,৬৩,৮১,১০৬.৫২
২০১৮-২০১৯	২৩৪,৯৭,৪১,৭৪৭.০০	১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০	৯৭,৩৬,৫৭,৭০৭.০০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্তি ও খরচ

অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩-২৫০৫-৪৭২০-প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অনুকুলে-৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরি খাতে বরাদ্দকৃত ২,৩৪,০০,০০০.০০ টাকা ও ৫৯৯৮ মূলধন মঞ্জুরি খাতে বরাদ্দকৃত ১৬,০০,০০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ০৪ (চার) কিস্তিতে বরাদ্দকৃত ২,৫০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড	ব্যয় খাতের বিবরণ	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয় (১ম কোয়ার্টার)	ব্যয় (২য় কোয়ার্টার)	ব্যয় (৩য় কোয়ার্টার)	ব্যয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৬০০০০০০	৬৯৭৯৬০	১৩৬৯৪৩০	১৮১৫২৯৩	১০৫৬৮২৬	৪৯৩৯৫০৯	১০৬০৪৯১
৩১১১১০৩	বিশেষ বেতন	১৮০০০০০	২০০০০০	৩৫০০০০	২০০০০০		৭৫০০০০	১০৫০০০০
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	৪০০০০০০	৬০৭৬২০	৮৪১৭৩৮	১৩৮৯০৮৫	৯৩৮১৪০	৩৭৭৬৫৮৩	২২৩৪১৭
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	৫০০০০	৩৭৯৬	৬৮৬৫	২৩৮১		১৩০৪২	৩৬৯৫৮
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	২০০০০০	১০০০০	১৮৫০০	৯০০০		৩৭৫০০	১৬২৫০০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	৩৮০০০০০	৪৭৩৯০৪	৮৪৪৮৭৯	৫০৮৭৮৮		১৮২৭৫৭১	১৯৭২৪২৯
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৫০০০০০	৪৬৫০০	৭৫০০০	৪৮০০০		১৬৯৫০০	৩৩০৫০০
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	১০০০০০	৭০০০	১৩১৮৩	৬০০০		২৬১৮৩	৭৩৮১৭
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৫০০০০	৩৬০০	৫৪০০	৩৬০০		১২৬০০	৩৭৪০০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৫০০০০					০	৫০০০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২০০০০০০	৪২৬৭৪৫	২৮৫৪২০		৪৪০২৪৬	১১৫২৪১১	৮৪৭৫৮৯

৩১১১৩২৬	ভ্রমণ/যাতায়াত ভাতা	১০০০০০	৫৪০০	৮১০০	৫৪০০		১৮৯০০	৮১১০০
৩১১১৩২৭	ওভারটাইম ভাতা	১০০০০০		৩৯৯৪৯	২৯৭১৩	১৬৪২২	৮৬০৮৪	১৩৯১৬
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩০০০০০		২৫৪৮০		৭৩৭২০	৯৯২০০	২০০৮০০
৩১১১৩২৯	প্রশিক্ষণ ভাতা	৬০০০০০	৭৫০০০	৫৭০০০	১৫৫৮৪৪	১৪৯৭৭৭	৪৩৭৬২১	১৬২৩৭৯
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১০০০০০	১২০০	৪৭২০	৩০০০		৮৯২০	৯১০৮০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা	১৫০০০০	৭০০০	৩০০০০	১৪৬০০	৩১০০০	৮২৬০০	৬৭৪০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩০০০০০			৯৭২৬৩	৯১৬১৩	১৮৮৮৭৬	১১১১২৪
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	৫০০০০০			২৭৮৪৪০	১১৩০০৫	৩৯১৪৪৫	১০৮৫৫৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩০০০০০	৩৮২৭২	৩৪০৪৯	২২০৬৫	২০৭০৮	১১৫০৯৪	১৮৪৯০৬
৩২১১১১৫	পানি	১০০০০০					০০	১০০০০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলেক্স/ ফ্যাক্স	৩০০০০০	৩৪৬৫০	৭১১৭০	২২৯৩৪	৮৪০০	১৩৭১৫৪	১৬২৮৪৬
৩২১১১১৯	ডাক	৩০০০০০	৪২০০০		২৫০০০		৬৭০০০	২৩৩০০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৩০০০০০	১৫৩৩০	৫৮৬৫৫	৪০৫৫৪	১৯৯৩৯	১৩৪৪৭৮	১৬৫৫২২
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬০০০০০	৩৯৭২০	৯৯৭০৫	৪৩৫৭০৯	৯৯০৫৩	৬৭৪১৮৭	-৭৪১৮৭
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১০০০০০	২০৪৩	৭৪৫১	৪৩০৬	১৮৭৫	১৫৬৭৫	৮৪৩২৫
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ	৮০০০০০	১৮০৩৯	৬৮৯২২	৪৫১৪৩৫	২৩৮০৭২	৭৭৬৪৬৮	২৩৫৩২
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ	১০০০০০০				৬৫০০০০	৬৫০০০০	৩৫০০০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল/লুব্রিক্যান্ট	২০০০০০	৭৯৬৫৮		৩২৬৪৭	১৫৬৪৫	১২৭৯৫০	৭২০৫০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৫০০০০০	২৫৭৯৬	১৮৬৩৪৪	১১৯০৪৫	৫৬৮৮৮	৩৮৮০৭৩	১১১৯২৭
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩০০০০০	৭৭১৩১		৫৬২০০	৫৬২২৭	১৮৯৫৫৮	১১০৪৪২
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪০০০০০	১৪৩৭৫	৩৪৫৬৯			৪৮৯৪৪	৩৫১০৫৬
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৪০০০০০	৪৯০৯	১০০৮	৭৩০২৬	৪৯৫১৫	১২৮৪৫৮	২৭১৫৪২
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৬০০০০০	২৭৪৬	২৪৩৩৩	৫৮১১৮	৪৭১২২৭	৫৫৬৪২৪	৪৩৫৭৬
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩০০০০০	৩৫৮৮৪	৪২৭৭	৮৩৮০১	১৭৯০০	১৪১৮৬২	১৫৮১৩৮
৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	২০০০০০	১৪৭২৪	১৩১৭৩৪	৬৫৫৪২	৩০৭৫৫	২৪২৭৫৫	-৪২৭৫৫
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	৩০০০০০		৪০০			৪০০	২৯৯৬০০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জাম মেরামত	২০০০০০	১১১৫৫	১৯৫৪৯	৪৬২০		৩৫৩২৪	১৬৪৬৭৬
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য মেরামত	২০০০০০	১৮৬৮৭	২২৭৭	১৭৭৭৭		৩৮৭৪১	১৬১২৫৯
৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	৩০০০০০				৫৮৭০০০	৫৮৭০০০	-২৮৭০০০
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ক্রয়	২০০০০০	৭৩৫০				৭৩৫০	১৯২৬৫০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৩০০০০০	২৩০৪৬	৩১০৮		১২৮৮৬০	১৫৫০১৪	১৪৪৯৮৬
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	৩০০০০০			১৭৫৫০০		১৭৫৫০০	১২৪৫০০
৭২১৫১০১	গৃহনির্মাণ ঋণ	২০০০০০					০০	২০০০০০
৭২১৫১০২	কম্পিউটার ঋণ	২০০০০০					০০	২০০০০০
৭২১৫১০৪	মোটরগাড়ি ঋণ	২০০০০০					০০	২০০০০০
৭২১৫১০৫	মোটর সাইকেল ঋণ	২০০০০০					০০	২০০০০০
	সর্বমোট:	**৩০০০০০০০**	**৩০৭১২৪০**	**৪৭২৩২১৫**	**৬২৫৪৬৮৬**	**৫৩৬২৮১৩**	**১৯৪১১৯৫৪**	**১০৫৮৮০৪৬**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (অচঅ) ২০১৯-২০২০ গত ২৩ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষে সম্পাদিত হয়।

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) গত ২৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষে সম্পাদিত হয়]

কর্মশালা আয়োজন ও সচিত্র প্রতিবেদন

ক) নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী। নারীর সক্রিয় পদচারণায় মুখর কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, রাজনীতি, ব্যবসাসহ সব পেশা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অগ্রগতিতে নারীর রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীর অবদান আরো সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে এ কর্মশালা জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিস এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ০৩ (তিন) জন গবেষক তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত পেশ করেন। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ, বরেণ্য শিক্ষাবিদগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কর্মশালার গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্যাবলীর উপর আগ্রহ তৈরি হয়। প্রতিটি কর্মশালার উপস্থিতিকে ০৬ (ছয়)টি দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের স্ব স্ব মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়।

[১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপত্যয়ী করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।]

খ) উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন:

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্তে দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ নির্দেশনা এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৩ (১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কিভাবে উপবৃত্তি বিতরণ হচ্ছে এবং আরও অধিক স্বচ্ছভাবে উপবৃত্তি বিতরণ করা যায় কিনা? এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারসহ স্থানীয় গণ-মাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা হয়, যার মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন ও তাদের মাঝে উপবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান আরও সওজতর হয়। উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রাপ্ত তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়।

[১৬ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে উপবৃত্তি বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।]

[৩০ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপবৃত্তি বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।]

ছিরচিত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম

[শিক্ষা সেবা সপ্তাহ ২০১৯ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অংশগ্রহণ।]

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিলের জন্য গণভবনে ব্যবসায়ীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।]

[ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক পোস্টার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়কে প্রদান করা হয়।

[নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপস্থাপনা।]

[অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।]

[২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রভাতে শহীদ ব্যাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।]

[বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত আনন্দ র‍্যালীতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ]

[১১ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।]

[৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্টল পরিদর্শন করেন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ট্রাস্টেও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়]

৪ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় ট্রাস্টের স্টল পরিদর্শন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিবদ্বয়।]

[সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এবিএম জাকির হোসাইন মহোদয়কে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান।]

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ২৮ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশনা:

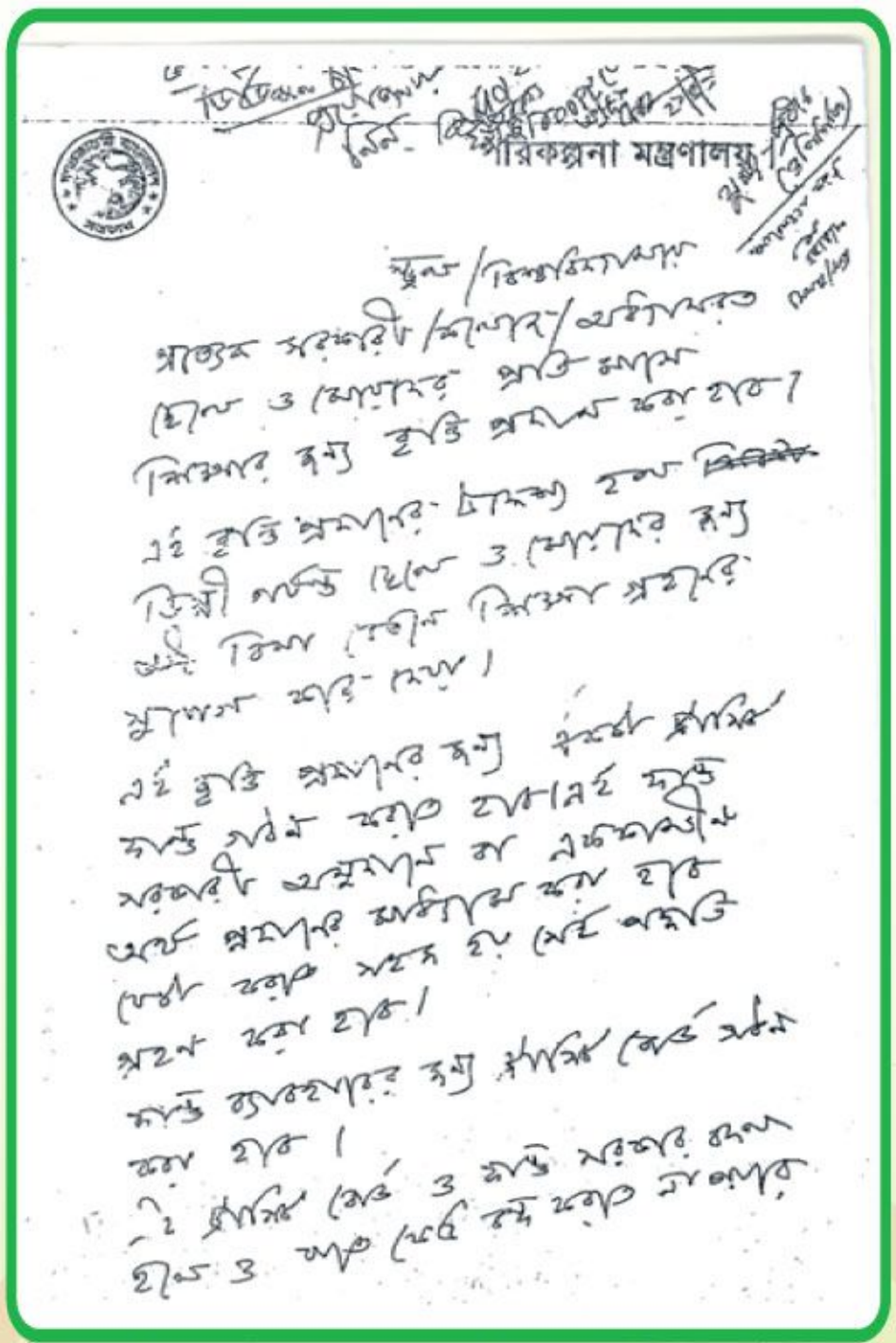

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

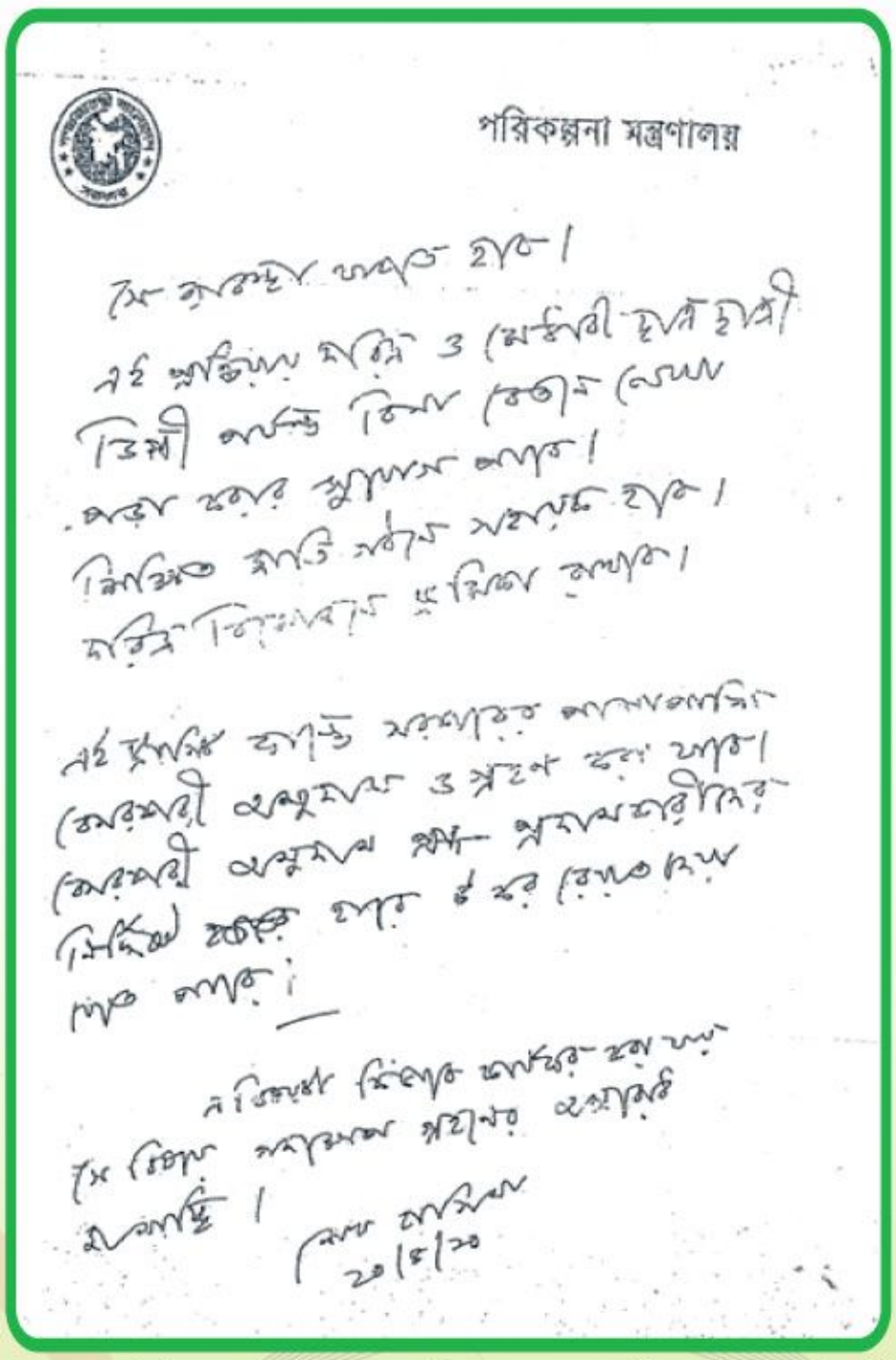

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন।]

রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স আনুন
এবং
সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা গ্রহণ করুন

২%

রেমিটেন্স প্রণোদনা
নগদ অর্থ প্রদান

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা সবার অধিকার
উপবৃত্তি দেবে
শেখ হাসিনা সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাড়ি নম্বর: ৪৪, সড়ক নম্বর: ১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩, ৮১৯২২০০, ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯
ওয়েব: www.pmedutrust.gov.bd